কালের কণ্ঠ ১০.১২.১৭

মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল

বিজিএমইএ প্লটে সাড়া কম

এম সায়েম টিপু ▷

- ৫০০ একর জমির মধ্যে বুকিং মানি জমা ৯২ একর জমির
- প্রথমবার ভালো সাড়া না পেয়ে বিজিএমইএ দ্বিতীয় চিঠি দেয় উদ্যোক্তাদের

নতুন করে গত ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ১৫ শতাংশ বুকিং মানি এবং বাকি ১০ শতাংশ ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে জমা দিতে বলা হয়

মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে পোশাক পল্লীর জন্য ৫০০ একর জমি বরাদ্দ দেওয়া হলেও এই জমি নিয়ে তেমন আগ্রহ নেই কারখানার মালিকদের। খাতসংশ্লিষ্টরা জানান, এ খাতের উদ্যোক্তারা স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা চাপে থাকায় এ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে কিছুটা সময় নিচ্ছে। এ ছাড়া রাজধানীর অদূরে বাউশিয়ায় পোশাক পল্লী বাস্তবায়ন না হওয়ায় মিরসরাইয়ে কবে জমি পাবে এমন অনিশ্চয়তাও তৈরি হয়েছে।

জানা যায়, মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে পোশাক কারখানা স্থানান্তরের জন্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) কাছে ৫০০ একর জমির বরাদ্দের চাহিদাপত্র দেয় বিজিএমইএ। চলতি বছরের অক্টোবরে ওই জমি বরাদ্দ পেতে বিজিএমইএ তার সদস্যদের একটি সার্কুলার দেয়। এতে সাত দিনের মধ্যে জমির মোট টাকার ২৫ শতাংশ বুকিং মানিসহ আবেদনের কথা বলা হয়। কিন্তু ভালো সাড়া না পেলে বিজিএমইএ দ্বিতীয় চিঠি দিয়ে দেয়। এতে গত ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ১৫ শতাংশ এবং বাকি ১০ শতাংশ আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে জমা দিতে বলা হয়।

এ নিয়ে বিজিএমইএ সূত্র জানায়, ৫০০ একর জমির মধ্যে ৪১৯ একর জমির জন্য আবেদন পড়েছে। আর বুকিং মানি হিসেবে জমা পড়েছে মাত্র ২৩ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। প্রতি একর জমির দাম ধরা হয়েছে ১ কোটি টাকা। ১৫ শতাংশ হারে এ পর্যন্ত মাত্র ৯২ একর জমির বুকিং মানি পেয়েছে বিজিএমইএ।

বিজিএমইএ নেতারা জানান, সরকারের উদ্যোগে নেওয়া জাতীয় কর্মসূচির (এনএপি) আওতায় অনেক কারখানা সংস্কারের অভাবে চালাতে পারছে না, আবার বন্ধও করতে পারছে না। এ ধরনের কারখানাগুলোকে সরকারের নেওয়া মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থানান্তরের জন্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) কাছে ৫০০ একর জমি চায় বিজিএমইএ।

এ নিয়ে বিজিএমইএ সহসভাপতি এস এম মান্নান কচি কালের কণ্ঠকে বলেন, রানা প্লাজা ধসের পর তৈরি পোশাক খাতের ক্রেতা গোষ্ঠীর সংস্কার চাপ সইতে না পেরে ছোট মাঝারি প্রায় দেড় হাজারের বেশি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। অংশীদারি ভবনে (একই ভবনে মার্কেট ও পোশাক কারখানা) কোনো কারখানা রাখা যাবে না এমন শর্তের কারণে অনেক মালিক কারখানা স্থানান্তর করেন আবার অনেকে বন্ধ করে দেন। তাই বিজিএমইএ ছোট-মাঝারি কারখানাগুলোকে সুরক্ষা দিতে সরকারের কাছে জমি বরাদ্দ চায়। সরকারও আমাদের আহ্বানে সারা দিয়ে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৫০০ একর জমি বরাদ্দ দেয়। তবে পোশাক খাতের মালিকরা বর্তমানে নানা সংকটের ফলে জমি বরাদ্দ নিতে সময় নিচ্ছেন। আমাদের আশা এ মাসের মধ্যে প্রত্যাশিত সারা পাওয়া যাবে।

এদিকে নাম প্রকাশ না করে বিজিএমইএর সাবেক এক সভাপতি কালের কণ্ঠকে বলেন, সরকার ও এ খাতের সংগঠন বিজিএমইএর পরিকল্পনা ছিল সব ধরনের নিরাপত্তাসহ একটি সুশৃঙ্খল পোশাক পল্লীর।

এরই ধারাবাহিকতায় সরকার রাজধানীর অদূরে বাউশিয়ায় পোশাক পল্লীর জন্য জমি বরাদ্দ করে। ওই পল্লীতে জমি পেতে কারখানার মালিকদের এক ধরনের প্রতিযোগিতা থাকলেও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে জমি নিয়ে মালিকদের তেমন সারা নেই। বাউশিয়ার জমি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় মিরসরাইয়ের জমি নিয়ে তারা সিদ্ধান্ত নিতে কিছুটা সময় নিচ্ছে।

জানা যায়, পোশাক পল্লীতে কারখানার মালিকদের কাছ থেকে আবেদন আসে ১৩২টি। এর মধ্যে ঢাকা থেকে আবেদন করা হয়েছে ৬৪টি আর চট্টগ্রাম থেকে ৬৮টি। মোট ৫০০ একরের মধ্যে ৪১৯ একরের জন্য আবেদন পড়ে। আরো প্রায় ৮১ একর জমির জন্য এখনো কোনো আবেদন পড়েনি। সংশ্লিষ্টরা জানান, সরকার এই অঞ্চলে গ্যাস, বিদ্যুৎ, কেন্দ্রীয় বর্জ্য নিষ্কাশন সুবিধাসহ একজন উদ্যোক্তাকে এক একর জায়গায় এক কোটি টাকায় ৫০ বছরের জন্য বরাদ্দ দিচ্ছে।

জমির জন্য ঢাকা থেকে ৬৪ জন ২২২ একর জমির জন্য আবেদন করেছে। এর মধ্যে ৪৭ একর জমির জন্য ১০ কোটি ৩০ লাখ টাকার বুকিং মানি পাওয়া গেছে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের উদ্যোক্তারা ১৯৭ একর জমির জন্য ৬৮টি আবেদন করেছে। ৫৫ একর জমির জন্য ১৯ জন উদ্যোক্তা ১৩ কোটি ১৫ লাখ টাকা বুকিং মানি জমা দিয়েছেন।

বেজা সূত্রে জানা যায়, বস্ত্র ও পোশাক খাতের জন্য বেজা এরই মধ্যে জমি বরাদ্দের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এ জন্য ৪৫০ থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করা হচ্ছে। কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কম্পানি নিজস্ব অর্থায়নে ২০০ এমএমসি গ্যাসের জন্য ডেডিকেটেড পাইপলাইন স্থাপন করেছে। এ ছাড়া বেজা নিজস্ব অর্থায়নে আরো ৩০০ এমএমসি গ্যাসের লাইন বসানোর কাজ করছে। এরই মধ্যে ২টি বিদ্যুৎ লাইনও করা হয়েছে বলে জানা যায়।